PERMANENT MISSION OF BANGLADESH
TO THE UNITED NATIONS
227 East, 45th Street, 14th Floor, New York, NY 10017
Tel: (212) 867-3434 • Fax: (212) 972-4038 • E-mail: bangladesh@un.int
Web site: www.un.int/bangladesh

PRESS RELEASE

Foreign Adviser urges the developed countries to help cope with food price hike; Speaks on behalf of the LDCs

New York, 02 April 2008

New York, 2 April: Dr. Iftekhar Ahmed Chowdhury, Foreign Adviser urged the food surplus developed countries to do more to rein in the rising food price. This he said while speaking on behalf of the 50 least developed countries at the UN Thematic Debate on MDGs. "In many LDCs where poor households spend nearly 70% of their income on food items, a sharp increase in food price has a strong adverse effect on the incidence of poverty and human development," Dr. Chowdhury observed. He demanded that the developed countries must increase food aid to avert a humanitarian crisis in many LDCs.

A large number of Ministers and senior officals are attending the two-day thematic debate on the Millennium Development Goals at the UN headquarters in New York, organized by the President of the General Assembly. Foreign Adviser underscored that global warming and climate change were also adversely affecting the achievement of the MDGs by many LDCs. The increased risk of floods and droughts caused by climate change will lead to huge losses in agricultural production, which will further impede MDG achievement, he added. Dr. Chowdhury said, "The post-2012 agreement must not stifle development potentials of the LDCs. We must ensure that their development is sustainable and environment-friendly. We strongly feel that like the Adaptation Board, there should also be a Technology-transfer Board" He further stressed that the developed countries and the developing countries in a position to do so must grant meaningful duty-free and quota-free market access to all products from all LDCs, unilaterally and without discrimination. This should be done by the end of 2008, pending the conclusion of the Doha Development Round, Dr. Chowdhury added.

UK Minister for International Development meets the Foreign Adviser; Reaffirms UK support for adaptation

Foreign Adviser Dr. Iftekhar Ahmed Chowdhury met Mr. Gareth Thomas, UK Minister for International Development today on the sidelines of the MDG Thematic Debate of the UN General Assembly. The UK Minister praised the Bangladesh Government's continued efforts for consolidating and strengthening the democratic institutions in Bangladesh. He particularly congratulated the Government for the successful implementation of the voter roll with photographs. Dr. Chowdhury thanked the UK government for its continued support and informed that the Bangladesh-UK Climate Change Conference in May will herald a new era of North-South Cooperation. The conference, the first of its kind, will highlight Bangladesh's specific vulnerabilities to global warming and consider long-term strategies for adaptation, he added. The UK Minister reaffirmed his government's full support to Bangladesh's adaptation needs and further cooperation in the field of climate change and development.

Tareq Md. Ariful Islam
Counsellor

PERMANENT MISSION OF BANGLADESH
TO THE UNITED NATIONS
227 East, 45th Street, 14th Floor, New York, NY 10017
Tel: (212) 867-3434 • Fax: (212) 972-4038 • E-mail: bangladesh@un.int
Web site: www.un.int/bangladesh

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

পররাষ্ট্র উপদেষ্টা স্বল্পোন্নত দেশসমূহের পক্ষ থেকে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধে উন্নত বিশ্বের সহায়তা চাইলেন

নিউইয়র্ক, ০২ এপ্রিল ২০০৮

নিউ ইয়র্ক, ২ এপ্রিল : পররাষ্ট্র উপদেষ্টা ডঃ ইফতেখার আহমেদ চৌধুরী খাদ্যে উদ্বৃত্ত উন্নত দেশসমূহের প্রতি খাদ্যের ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধি রোধে আরও অবদান রাখতে আহবান জানিয়েছেন। ৫০টি স্বল্পোন্নত দেশসমূহের পক্ষে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বিষয়ক আলোচনায় বক্তব্য রাখতে যেয়ে তিনি এই আহবান জানান। তিনি বলেন, " অনেক স্বল্পোন্নত দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠির যেখানে আয়ের ৭০% খাদ্যের পিছনে ব্যয় হচ্ছে, সেখানে খাদ্যদ্রব্যের দ্রুত মূল্যবৃদ্ধি দারিদ্র দূরীকরণ এবং মানব উন্নয়নে অত্যন্ত বিরূপ প্রভাব ফেলছে"। অনেক স্বল্পোন্নত দেশে মানবিক বিপর্যয় রোধকল্পে তিনি উন্নত বিশ্বের প্রতি আরও খাদ্য সাহায্য প্রদানের দাবী জানান।

নিউইয়র্কস্থ জাতিসংঘ সদর দফতরে আয়োজিত এবং জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি কর্তৃক আহুত দুই দিনব্যাপী এই সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বিষয়ক আলোচনায় অনেক দেশের মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা অংশ নিচ্ছেন। পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন যে, বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তন অনেক স্বল্পোন্নত দেশগুলোর সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাধার সৃষ্টি করছে। তিনি আরও বলেন যে, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বন্যা এবং খরার অধিকতর ঝুঁকি কৃষি উৎপাদনে বিপুল ক্ষতির কারণ হতে পারে, যা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অধিকতর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। ডঃ চৌধুরী বলেন, "২০১২ পরবর্তী জলবায়ু চুক্তি স্বল্পোন্নত দেশসমূহের উন্নয়ন সম্ভাবনাকে কোনক্রমেই যেন বাধাগ্রস্থ না করে। তাদের টেকসহ এবং পরিবেশ বান্ধব উন্নয়ন আমাদের নিশ্চিত করতে হবে। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে অভিযোজন সক্ষমতার পাশাপাশি প্রযুক্তি হস্তান্তর ও নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এই লক্ষ্যে উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোকে স্বল্পোন্নত দেশসমূহের পণ্যের জন্য সার্বজনীন শুল্ক ও

কোটামুক্ত বাজার প্রবেশাধিকারের উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি আরও বলেন যে দোহা ডেভেলপমেন্ট রাউন্ড আলোচনার সমাপ্তির পূর্বেই এবং ২০০৮ সনের মধ্যেই এ বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে হবে।

পররাষ্ট্র উপদেষ্টার সাথে যুক্তরাজ্যের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রীর সাক্ষাৎ : অভিযোজন সক্ষমতায় যুক্তরাজ্যের সমর্থন পুণর্ব্যক্ত

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষমাত্রা শীর্ষক আলোচনা চলাকালীন সময়ে যুক্তরাজ্যের আন্তর্জাতিক উন্নযন বিষয়ক মন্ত্রী গ্যারেথ থমাস পররাষ্ট্র উপদেষ্টা ডঃ ইফতেখার আহমেদ চৌধুরীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। ব্রিটিশ মন্ত্রী গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে সুসংহত ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের নিরলস প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়নে সরকারের সাফল্যকে বিশেষভাবে অভিনন্দন জানান। নিরবিছিন্ন সমর্থনের জন্য যুক্তরাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা আগামী মে মাসে অনুষ্ঠিতব্য বাংলাদেশ যুক্তরাজ্য জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কনফারেন্স উত্তর-দক্ষিণ সহযোগিতার ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উম্মোচন করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি আরও বলেন যে, প্রথম বারের মতো অনুষ্ঠিতব্য এই কনফারেন্স বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির বিপরীতে বাংলাদেশের বিশেষ সমস্যাসমূহ এবং তা নিরসনের লক্ষ্যে দীর্ঘ মেয়াদী অভিযোজন কৌশল-এর উপর বিশেষভাবে আলোকপাত করবে। ব্রিটিশ মন্ত্রী বাংলাদেশের অভিযোজন সংক্রান্ত চাহিদাসমূহ এবং জলবায়ু পরিবর্তন ও উন্নয়ন বিষয়ে অধিকতর সহযোগিতার ব্যাপারে তাঁর সরকারের সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেন।

২.৪.২০০৮

(তৌফিক ইসলাম শাতিল)
দ্বিতীয় সচিব